



357250 - তিনি কি ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটগুলো বাতলি করে দরিনে; এই ইনভেস্টমেন্ট হারাম মরম ফতোয়া ইস্যু হওয়ার পর? পুরাতন মুনাফাগুলোর হুকুম কি হবে?

প্রশ্ন

আমি ইসলামী ব্যাংক থেকে লাভের একটি অংশ পতোম; যখনে আমি আমার অর্থগুলো ডিপোজিট করতাম; যাত করে সে সব সন্দেহপূর্ণ লনেদনে থেকে বরিত থাকতে পারি যগুলোতে কিছু ভুল ঘটতে পারে। এরপর পরবর্ততি ফতোয়া আসল যা কবেল চলতি হিসাবে অর্থ রাখাকে আবশ্যক বলে। ১। আমার অনুকূলে যে লাভগুলোর অর্ডার পূর্বহে করা হয়েছে সেগুলোর অবশিষ্টাংশের হুকুম কি? আমার উপরে কি সেগুলোর মুনাফাসহ কত হতে পারে সেটো হিসাব করে সেটো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গরীবদেরকে দিয়ে দয়া আবশ্যক; নাকি ফতোয়া পরবর্ত্তন হওয়ার দনি থেকে হিসাব করব? ২। ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটগুলো কি করব? আমি কি নিরিদষ্টি ময়োদ শেষে হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারব এবং এরপর সেগুলোকে আর নবায়ন করব না? নাকি তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলোকে বাতলি করতে হবে এবং চুক্তিতে উল্লেখিত ময়োদ পূর্ণ না হওয়ার প্রক্ষেতি যে ক্ষতি হয় সেটো বহন করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যদি কোন ইসলামী ব্যাংক তার অর্থের একটি অংশ বন্ডে রাখে, কথিবা সুদ-ভিত্তিকি টরজোরি বলি রাখে কথিবা organized tawarruq এ বনিয়োগ করে তাহলে এই ব্যাংকে অর্থ বনিয়োগ করা জায়যে হবে না। কনেনা ব্যাংক তার বনিয়োগের চুক্তিতে মৌলিকভাবে নিজের পক্ষে এবং প্রতিনিধি হিসেবে বনিয়োগকারীদের পক্ষে ভূমিকা পালন করে। এতে করে ব্যাংক যে হারাম লনেদনে করে এর পাপ তাদের উপরও বর্তায়। হারাম মুনাফা কাউকে দিয়ে দয়ার দ্বারা তারা পাপ থেকে রহেই পাবে না।

দুই:

আপনি হারাম জানার আগে সুদভিত্তিকি যে লাভগুলো গ্রহণ করছেন সেটো থেকে আপনি উপকৃত হতে পারনে; চাই নিজি খরচ করার মাধ্যমে কথিবা আপনার কাছে সঞ্চিত রাখার মাধ্যমে। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “অথচ আল্লাহ্ করয়-বকিরয় হালাল করছেন এবং সুদ হারাম করছেন। অতএব, যার নকিট তার প্রভুর কাছ থেকে উপদেশে আসার পর সে যদি (সুদ খাওয়া



থেকে) বরিত হয় তাহলে অতীতে যা (নেওয়া) হয়েছে তা তারই থাকবে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “আর যে ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন সন্দেহ নেই তা হলো: কোন দললিকে অসমর্থতি ব্যাখ্যা (তা’বীল)-র ভিত্তিতে কথিবা অজ্ঞতার কারণে কটে যা গ্রহণ করেছে; নঃসন্দেহে তার ক্ষতেরে ‘অতীতে যা নিয়েছে সটো তার’— এটি প্রযোজ্য হবে; যমেনটি প্রমাণ করছে কতিব, সুন্নাহ ও কয়িস।”[তাফসরি আয়াতনি উশকলিাত আলা কাছরিনি মনাল উলামা (২/৫৯২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “যদি কটে না জানে যে, এটা হারাম; তাহলে পূর্বে সে যা কিছু গ্রহণ করেছে সটো তার। তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কথিবা কটে যদি কোন আলমেরে ফতোয়া দ্বারা প্রতারতি হয় যে, এটি হারাম নয়; সেও কোন কিছু প্রত্যাহার করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: অতএব, যার নকিট তার প্রভুর কাছ থেকে উপদেশে আসার পর সে যদি (সুদ খাওয়া থেকে) বরিত হয় তাহলে অতীতে যা (নেওয়া) হয়েছে তা তারই থাকবে এবং তার বিষয়টি (ফয়সালার ভার) আল্লাহর কাছে ন্যস্ত থাকবে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৫][আল-লকি আশ-শাহরি (১৯/৬৭) থেকে সমাপ্ত]

তনি আরও বলেন: “আয়াতটির শকিযার মধ্যে রয়েছে: সুদ যে হারাম তা জানার পূর্বে কোন ব্যক্তি যা গ্রহণ করেছে সটো তার জন্য হালাল। তবে শর্ত হলো: তাওবা করা এবং (সুদ) পরহির করা।”[তাফসরি সূরাতুল বাক্বারা (৩/৩৭৭) থেকে সমাপ্ত]

তনি:

এই ব্যাংকে বনিয়োগ বর্জন করা আবশ্যিক; চাই সটো ইনভেস্টমেন্ট একাউন্টে হোক কথিবা নরিদষ্টি ময়োদী সনদে বনিয়োগ হোক। এমনকি তা করতে গিয়ে যদি তার কিছু সম্পদের লোকসান হয় তবুও— সুদ লিনেদনে থেকে পলায়নার্থে এবং আল্লাহ তাআলার এই বাণী বাস্তবায়নার্থে: “হে মুমনিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (তোমাদের কাছে) যে বকয়ো সুদ আছে তা ছড়ে দাও; যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনবে রাখ। আর যদি তোমরা তাওবা কর তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদের থাকবে। (এ ব্যাপারে) তোমরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৮, ২৭৯]

এবং জাবরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদরে লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে লানত করছেন এবং বলছেন: তারা সবাই সমান।[সহিহ মুসলিম (১৫৯৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।